প্রথম বম্বে যাত্রা

১৯৪২ সালটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর হিসেবে চিহ্নিত, আমার সঙ্গীত জীবনের turning point হিসেবেও এই '৪২ সালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কারণ কলকাতার গান-বাজনার পাট চুকিয়ে দিয়ে সর্বভারতীয় স্তরের গান-বাজনার টানে সে বছরই বাবু কাকার সাথে আমি প্রথম বম্বের উদ্দেশে পাড়ি দেই। '৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উত্তেজনায় সারা কলকাতা যখন উত্তাল হাতি-বাগান, খিদিরপুর এলাকায় জাপানি বোমার আক্রমণে যখন সারা কলকাতাবাসী দিশেহারা, সেরকম এক উদ্‌ভ্রান্ত সময়ে বম্বের সিরকো প্রোডাকসন্স, পরে যেটার নাম হয়েছিল "কারদার স্টুডিও", তার প্রোডাকসন কন্ট্রোলার মিঃ সি.এম. ত্রিবেদী একদিন বাবুকাকার কাছে একটি প্রস্তাব নিয়ে এলেন যে উনি বম্বেতে " লক্ষ্মী প্রোডাকসন" নামে একটি প্রোডাকসন ইউনিট শুরু করছেন এবং তাতে কলকাতার সমস্ত নামী দামী পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, অভিনেতা-অভিনেত্রী, যন্ত্রী, সবাইকে বম্বে নিয়ে যেতে চান। সেখানে সংগীত পরিচালক হিসেবে ওঁরা কাকাকেও ওই নতুন প্রোডাকসনে একান্ত ভাবেই পেতে চান। ক্যামেরা ম্যান হিসেবে যাবেন কলকাতার বিখ্যাত ক্যামেরা ম্যান বিভুতি লাহা, সাউন্ড রেকর্ডিষ্ট হিসেবে যাবেন রবীন চট্টোপাধ্যায়, হিরো হিসেবে যাচ্ছেন পাহাড়ী সান্যাল এবং পরিচালক হিসেবে থাকবেন বিখ্যাত পরিচালক শ্রী ফনী মজুমদার প্রমুখ বাংলা চলচ্চিত্রের সমস্ত বিখ্যাত কলা - কুশলীরা। এছাড়াও থাকবেন লীলা দেশাই, জয়রাজ, জগদীশ শেঠী, করণ দেওয়ান প্রমুখ বম্বেরও অনেকেই।

মিঃ সি. এস. ত্রিবেদী যখন কাকার সাথে কথা বলতে আমাদের বাড়ীতে এলেন, কাকার সংগীত পরিচালনার দ্বিতীয় সহকারী তথা তাঁর ব্যক্তি জীবনের সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসেবে আমিও তখন কাকার পাশে উপস্থিত। মিঃ ত্রিবেদীর ঐরকম চটপটে প্রাণবন্ত কথাবার্ত্তা শুনে, মুহূর্তে মানুষকে আপন করে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা এসব দেখে প্রথম দর্শনেই

ভদ্রলোককে আমার দারুণ ভালো লেগে গেল। খুব গুণী লোক ছিলেন উনি। চার-পাঁচটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। আর চলচ্চিত্র সম্পর্কেও ছিল কী গভীর পান্ডিত্য! আধ বেলার আলাপেই নিজের অজান্তেই আমি ওর খুব গুণগ্রাহী হয়ে গিয়েছিলাম। কাকার সাথে মিঃ ত্রিবেদীর সেদিন অনেক কথাবার্ত্তার পর ঠিক হল যে পরিচালক ফনী মজুমদারকে নিয়ে একসাথে বসে এ ব্যাপারে পাকা কথাবার্ত্তা হওয়া দরকার। ফনিদা তখন কলকাতাতে ছিলেন না। অন্য কি একটা ছবির পরিচালনার কাজে উনি তখন কোডারমায় ছিলেন। কাকা বল্লেন ,ফনী বাবুকে তো একটা খবর পাঠানো দরকার। কিন্তু কাকে পাঠানো যায় ? তখন ত্রিবেদী সাহেব আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে বল্লেন ,-" আরে মান্না , তুম হি কিউ না চলে যাতে ফনীবাবুকে পাস !" আমি তো তখন বাইশ বছরের টগবগে যুবক। কাকার সম্মতি মিলতেই সোজা চলে গেলাম কোডারমায় ফনী মজুমদারের কাছে। খবর পেয়েই আমাকে সঙ্গে করেই উনি কলকাতায় ফিরে এলেন। সবাই মিলে আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হ'ল যে অল্পদিনের মধ্যেই লক্ষ্মী প্রোডাকসন্সের কাজ করতে তাঁরা সদলবলে বম্বে যাচ্ছেন।

কাকা বাইরে গেলে তাঁর দেখাশোনার জন্য সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে কাউকে না কাউকে তার সঙ্গে থাকতেই হত এবং তখন পর্যন্ত কলকাতার বাইরে সব জায়গাতে আমার বড়দাই এসব কাজে কাকার সঙ্গে যেতেন। কিন্তু বড়দা তো তখন নিউ থিয়েটার্সের দু-নম্বর স্টুডিওতে ছোটাইদার ওখানে সংগীত পরিচালক হিসেবে চাকরি করছেন। এতদিন ছুটি নিয়ে কাকার সাথে বম্বে থাকাটা ওর পক্ষে তখন যে শুধু অসুবিধের তাই নয় , প্রায় অসম্ভব । এদিকে গান - বাজনাকে ক্যারিয়ার করতে নেমে ততদিনে আমিও একটা কথা খুব স্পষ্ট করে বুঝে গিয়েছিলাম যে সর্বভারতীয় স্তরে গান-বাজনা করতে হলে, সর্বভারতীয় স্তরের সাংগীতিক স্বীকৃতি পেতে হলে আমাকে অবশ্যই বম্বে যেতেই হবে। কারণ একটা কথা ততদিনে খুবই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের শৈশব ও কৈশোরের ক্ষেত্রে কলকাতার প্রোডাকসন ইউনিট গুলোর গৌরবময় অবদান থাকলেও কৈশোরোত্তীর্ণ এই শিল্প কলকাতায় তার এতদিনকার জমানো সংসারের পাততাড়ি গুটিয়ে বম্বেতে তার নতুন সংসার গুছিয়ে পাকাপাকি ভাবে বসে গেছে। সেক্ষেত্রে যদি আমাকে গান-বাজনা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতে হয় , যদি সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র প্রেমিকদের জন্যই আমাকে সংগীত পরিচালনা বা প্লে- ব্যাক করতে হয়, তবে আমাকে যে করেই হোক বম্বে যেতেই হবে। উপরন্তু আর একটি কথাও তখন আমার বারবার মনে হত যে , কলকাতার ঐ সীমিত পরিবেশে এত এত প্রতিষ্ঠিত গুণী শিল্পীর ভীড়ে আমার মতো এক নবীন শিল্পীর স্থান করে নেয়াটাও তখন প্রায় অনিশ্চিত ব্যাপার এবং প্রতিষ্ঠা পেলেও সেটা হবে বাংলা গান গেয়ে একান্তই সীমিত সংখ্যক

বাঙ্গালী শ্রোতার মধ্যেই সীমিত। সেই দিয়ে আর যাই হোক সর্ব্বভারতীয় স্বীকৃতি আদায় করে নেয়ার মতো মানসিক জোর আমার নিজের অন্তত সেদিন ছিলনা। তাই বম্বে যাওয়ার ওরকম একটা সুযোগ একেবারে হাতের নাগালে এসে যাওয়ায় নিজেই বড়দাকে গিয়ে বল্লাম " দাদা, এবার আর কাকার সাথে তোমার গিয়ে দরকার নেই , এবার বরং আমি কাকার সাথে যাই।" দাদা রাজী হয়ে গেলেন। এর কয়েকদিন পরই বিভূতিদা, ফনী দা , খোকাদা , কাকা, আমি, সবাই মিলে হাওড়া থেকে ট্রেনে বম্বের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম।সেই আমার প্রথম বম্বে যাওয়া এবং কলকাতায় আমার গান-বাজনা তথা বসবাসেরও মোটামুটি ওখানেই ইতি। এরপর শুরু হয়ে গেল আমার জীবনের অন্য আর এক অধ্যায় , যে অধ্যায়ে আমি আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠেছিলাম সিমুলিয়ার মানা থেকে বলিউডের মান্না দে। এখানে একটা কথা হয়তো বলে নেয়া দরকার যে, বম্বে যাবার আগে সম্ভবত ১৯৩৮ সাল নাগাদ আমি কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে শাস্ত্রীয় সংগীতে অডিশন নিয়ে পাশ করি এবং বম্বে যাওয়ার আগে পর্যন্ত টানা তিন -চার বছর কলকাতা বেতার থেকে খেয়াল , ঠুংরী , লঘু সংগীত ইত্যাদির প্রোগ্রামও করি। বম্বে প্রবাসী হয়ে যতই ফিল্মী দুনিয়ার সাথে জড়িয়ে পড়তে থাকলাম, ততই সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলো থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেছি।